গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বাজেট শাখা

বিষয়: বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি'র ০৯-০১-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতির নাম	:	**জনাব নাজিমউদ্দিন চৌধুরী, সচিব জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ**
সভার তারিখ	:	**০৯-০১-২০১৮**
সভার স্থান	:	**এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষ**

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF) আওতায় বাজেট পরিপত্রের অনুসরণে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC)'র সভাপতি জনাব নাজিমউদ্দিন চৌধুরী এর সভাপতিত্বে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি'র একটি সভা গত ০৯-০১-২০১৮ তারিখে দুপুর ০৩:০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' হিসেবে সংযুক্ত করা হলো।

০.২. **আলোচনা:**

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। উপ-সচিব (বাজেট) মোঃ আব্দুল খালেক মল্লিক সভার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে জানান যে, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে যে বরাদ্দ রয়েছে সংশোধিত বাজেট প্রস্তাবে যেন তা অতিক্রম না করে সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে। সভায় আলোচনা করা হয় যে, বিশেষ প্রয়োজনে বরাদ্দকৃত বাজেটের অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন হলে যথোপযুক্ত যুক্তি প্রদানসহ প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। সভায় আলোচনা করা হয় যে এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আদালতে বিভিন্ন মামলা পরিচালনা এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের বিভিন্ন সময়ে সরকারী প্রয়োজনে বিদেশ ভ্রমণের জন্য সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের বিষয়ে অর্থ বিভাগ কর্তৃক চাহিত তথ্যাদি নির্ধারিত ছকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা হয়। উপ-সচিব (বাজেট) অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ও নির্ধারিত ব্যয়সীমা (অনুন্নয়ন) এর মধ্যে এ বিভাগ ও এ বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট সভায় উপস্থাপন করেন যা নিম্নরূপ:

(ক) প্রস্তাবিত সংশোধিত আয়:

(লক্ষ টাকায়)

দপ্তর/অধিদপ্তর	প্রকৃত আয়					বাজেট	সংশোধিত
	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	১ম ৬ মাস ২০১৫-১৬	১ম ৬ মাস ২০১৬-১৭	১ম ৩ মাস ২০১৭-১৮	২০১৭-১৮	২০১৭-১৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৪৮৯.৭২	২৬.৮৩	৪৫৮.২৫	৭.৩৫	৩৭৪	৫১২.৮৩	৫১২.৮৩
বিপিআই	৪২.৭৩	২২.০৯	১৭.৮২	৫.১৯	১৫.৪৮	০	৩০.০০
বিস্ফোরক পরিদপ্তর	৬১৫.১২	৬৮৮.৭৬	৪০০.১৯	৪০৮.৫৮	১১৭.৬৫	৬০৭.৬৩	৬৫০.০০
জিএসবি	১১.৫৪	১২.৯২	৩.৪৯	১০.১৮	১০.১৮	২০.৯০	১৪.৪৫
হাইড্রোকার্বন ইউনিট	-	-	-	.০৮	-	০	.১০
বিএমডি	৫২৭৮.৮৭	৩৫৪১.০৪	২৫২৩.২২	২১৫.৯৬	১৪১১.৩৫	৬২০০.১০	৬২০০.১০
বিপিসি	১০০০০০.০০	১২০০০০.০০	-	-	-	২০০০০০.০০	৭৫০০০.০০
পেট্রোবাংলা	৮৩৬০৬.৮২	৯১৭২৫.২৩	-	-	-	৯২০৫০.০০	৯২০৫০.০০
মোট	**১৯০০৪৪.৮০**	**২১৬০১৬.৮৭**	**৩৪০২.৯৭**	**৬৪৭.৩৪**	**১৯২৮.৬৬**	**২৯৯৩৯১.৪৬**	**১৭৪৪৫৭.৪৮**

অপর পৃষ্ঠায়:

(খ) প্রস্তাবিত সংশোধিত ব্যয় (অনুন্নয়ন):

(লক্ষ টাকায়)

দপ্তর/অধিদপ্তর	প্রকৃত ব্যয়					বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৭-১৮
	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	১ম ৬ মাস ২০১৫-১৬	১ম ৬ মাস ২০১৬-১৭	১ম ৩ মাস ২০১৭-১৮		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগও ব্লু ইকোনমিসেলসহ	১৫৭৪.৪৭	৩২৬.২৫	৩৬০.৭৩	৫৯৮.৩১	১৯০.৩২	১৮৬৬.২৩	১৯৫৫.০৮
বিপিআই	১৩১.২৫	১৬৭.৮৫	৪৬.৫৪	৮৩.৮৮	৪৬.৪৯	১৯৫.৬০	২০৮.৭৭
বিস্ফোরক পরিদপ্তর	১৮৩.১০	২০৫.৩৯	৫৪.৮১	৯০.৪৯	৫৮.৩০	২৩২১.৫৬	৯৩০.৩৬
জিএসবি	২৬৮০.১২	২৬২০.৭৯	১২৫৮.৪৪	১১৮৬.২৬	৫৩৬.৪২	৬৫১৯.৫১	৬৫১৯.৫১
আন্তর্জাতিক সংস্থার চাঁদা	.৭৬	.৭৭	-	-	-	১.১০	১.০০
হাইড্রোকার্বন ইউনিট	১০৪.০৯	১৪৯.১৬	৪৪.৩৩	৬৩.১৬	৩৮.০১	১৯৫.০০	১৯৫.০০
বিএমডি	৪৫.৩৪	৭১.৫৫	১৮.৫৬	২৬.৫৪	১৭.২৩	২০৫.০০	২০৫.০০
মোট	**৪৭১৯.১৩**	**৩৫৪১.৭৬**	**১৭৮৩.৪১**	**২০৪৮.৬৪**	**৮৮৬.৭৭**	**১১৩০৪.০০**	**১০০১৪.৭২**

০.৩. **প্রস্তাবিত ব্যয়সীমা (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)**

বাজেট ২০১৭-১৮		প্রস্তাবিত (সংশোধিত ২০১৭-১৮)	
অনুন্নয়ন	১১৩০৪.০০	অনুন্নয়ন	৯৮৮১.৮০
উন্নয়ন	২১১১২৯.০০	উন্নয়ন	১৩৬২৪৮.০০
মোট	২২২৪৩৩.০০		১৪৬১২৯.৮০

০.৪. সভায় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর মহাব্যবস্থাপক(হিসাব) বলেন যে, ২০১৭-১৮ সালের বাজেটে বিপিসি"র আয়ের লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয়েছে ২০০০ কোটি টাকা। বিগত অর্থ বছরগুলোতে বিপিসি লাভজনক অবস্থায় ছিল । কিন্তু বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় বিপিসি'র লোকসান শুরু হয়েছে। ফলে বর্তমানে ফার্নেস অয়েল এর ক্ষেত্রে লিটার প্রতি ৯.৪৭ টাকা, ডিজেল এর ক্ষেত্রে লিটার প্রতি ৩.৮৯ টাকা এবং কেরোসিন এর ক্ষেত্রে লিটার প্রতি ৩.৭১ টাকা বিপিসি'র লোকসান হচ্ছে। ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেও বিপিসি'র লোকসান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিপিসি 'র বর্ধিত আয়ের লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, একেবারে লভ্যাংশ না দেয়ার চেয়ে সরকারের কোষাগারে কিছু লভ্যাংশ দেয়া প্রয়োজন। তিনি বিপিসিকে ৭৫০০০.০০ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করার পরামর্শ করেন।

৪.১. জনাব তোফায়েল আহমদ, মহা ব্যবস্থাপক (অর্থ), পেট্রোবাংলা বলেন যে, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি জনিত আদেশ জারী করে থাকে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৫ থেকে ট্রান্সমিশন কোম্পানিসমূহের মার্জিন ০.৩২ টাকা থেকে কমিয়ে ০.০১৫৬ টাকা এবং ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিসমূহের মার্জিন ০.৪৯ টাকা থেকে কমিয়ে ০.২৩ টাকা নির্ধারণ করায় কোম্পানিসমূহের পক্ষে কাঙ্খিত হারে মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। কোম্পানি সমূহ হতে পেট্রোবাংলাকে প্রদেয় লভ্যাংশ (Dividend) হ্রাস পাওয়ায় পেট্রোবাংলা হতে বর্ধিত আয়ের লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করা সম্ভব নয়।

৪.২ প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক বলেন যে, অনুন্নয়ন ব্যয় খাতে এই অফিসের জন্য ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ দেয়া হয় ২৩২১.৫৬ লক্ষ টাকা। এ অফিসের জমি ক্রয়ের জন্য বি ডব্লিউ জি থেকে প্রথমে ১৭০০.০০ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু আগারগাঁও এ ১০ কাঠা জমির মূল্য বাবদ ২,১১,১৫,০৫০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে এবং ভূমি রেজিষ্ট্রেশনের জন্য ৫৮ লক্ষ টাকা সংশোধিত বরাদ্দে রাখা হয়েছে। ফলে সংশোধিত বরাদ্দেমোট ৯৩০.৩৬ লক্ষ টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪.৩. অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি উপ-সচিব জনাব মো: হাসানুল মতিন সভায় বলেন যে, এ বিভাগ এবং বাংলাদেশপেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব করেছে যা পুনঃ নিরিক্ষণ পূর্বক নিধারিত ব্যয়সীমার মধ্যে সংশোধিত বাজেট প্রস্তুত করে এ বিভাগ এবং এ বিভাগের অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার iBAS++ এন্ট্রি সম্পন্ন করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে, মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক যে কোন প্রয়োজনে কার্যকর উদ্যেগ গ্রহণ করা হলে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ হতে অর্থ সংকুলান করা যেতে পারে।

অপর পৃষ্ঠায়ঃ

৪.৪ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উন্নয়ন ব্যয় খাতে মূল বরাদ্দ দেয়া হয় ২২২৪৩৩.০০ লক্ষ টাকা তন্মধ্যে থোক বরাদ্দ বাবদ ৬৩৭৬৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব না পাওয়ায় থোক বরাদ্দকৃত অর্থ অব্যয়িত থেকে যায়। এডিপি'র তুলনায় আরএডিপিতে জিওবি খাতে ৬০৩৬.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ১২০৮২.০০ লক্ষ টাকা সহ সর্বমোট ১৮১১৮.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে। যে সকল প্রকল্পের বরাদ্দ হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে; চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ, প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন, ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট এবং নরসিংদি গ্যাস ফিল্ডস প্রকল্প অন্যান্য আরও কয়েকটি প্রকল্পের ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে উন্নয়ন ব্যয় বাবদ ২২২৪৩৩.০০ লক্ষ টাকা থেকে ১৩৬২৪৮.০০ লক্ষ টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে।

০.৫. **বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:**

৫.১. অনুচ্ছেদ ২ (ক) এর রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রার প্রস্তাব অনুমোদন করা হলো।

৫.২. ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অনুচ্ছেদ ২ (খ) এর অনুন্নয়ন ব্যয় ১০০১৪.০৮ লক্ষ এবং উন্নয়ন ব্যয় ১৩৬২৪৮.০০ লক্ষ টাকার প্রস্তাব অনুমোদন করা হলো।

৫.৩. ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ বিভাগ এবং বাংলাদেশপেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব পুনঃ নিরিক্ষণ পূর্বক নির্ধারিত ব্যয়সীমার মধ্যে সংশোধিত বাজেট প্রস্তুত করে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

৫.৪. সংশোধিত বাজেটে বিপিসি'র রাজস্ব আয়ের লক্ষমাত্রা ৭৫০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রস্তাব করে পুনরায় তথ্য প্রেরণ এবং বিপিসি'র রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এ বিভাগ এবং অর্থ বিভাগের NTR ও মনিটরিং সেলে'র সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সঠিকভাবে নিরুপণ করতে হবে।

৫.৫. আগামী ১১-০১-২০১৮ তারিখের মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট প্রস্তুত করে iBAS++ এন্ট্রি সম্পন্ন করতে হবে।

৬.০. পরিশেষে সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
১১/০১/২০১৮
(জনাব নাজিমউদ্দিন চৌধুরী)
সচিব
ও
সভাপতি
বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC)
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

স্মারক ২৮.০০.০০০০.০১২.২০.০৩২.১৪.-

তারিখ: ২৮ শে পৌষ ১৪২৪ / ১১ জানুয়ারী ২০১৮খ্রীঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, ঢাকা {(দৃঃ আঃ যুগ্ম-সচিব (বাজেট-০৫)}।
২. চেয়ারম্যান, বিপিসি, চট্টগ্রাম{(দৃঃ আঃ পরিচালক (পরিঃ ও অর্থ)}।
৩. চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা {(দৃঃ আঃ পরিচালক (অর্থ)}।
৪. অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন),)জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৫. বিভাগ প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৬. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৭. অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

অপর পৃষ্ঠায়ঃ

৮. সচিব, বিইআরসি, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৯. মহাপরিচালক, বিপিআই, উত্তরা, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১১. পরিচালক, শিল্প ও শক্তিসেক্টর,আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়, শেরেবাংলানগর, ঢাকা।
১২. উপ সচিব (বাজেট-১৫) অর্থ বিভাগ, ঢাকা।
১৩. উপ-প্রধান, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১৪. পরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৬. প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১৭. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১৮. সচিবের একান্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
১৯. আইসিটি কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ(নোটিশটি ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধ সহ)।
২০. অফিস কপি।

১১.০১.১৮

(মোছাঃ হুমায়রা বেগম)
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
ফোন: ৯৫৭০৪৮০
humayrab7@gmail.com